PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের প্রকৃতি, কারন ও ফলাফল

লক্ষ্মণ চন্দ্র পাল

সহ অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, বিধান চন্দ্র কলেজ, ৩১, জি. টি. রোড, রিষরা, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ;
ই মেলঃ *lcpalgeo@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ একটি ঐতিহাসিক বিষয়। বহুদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে হাজারো শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের এই রাজ্যে প্রবেশ করেছে ও করছে। সীমান্তের স্বছিদ্রতা,পার্শ্ববর্তী দেশের অত্যাধিক জনঘনত্ব, দুর্বল আর্থ-সামাজিকঅবস্থা ও সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ভারতীয় সুস্থির সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি, দুইপাড়ের মানুষের প্রায় একই চেহারা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি বিষয় অনুপ্রবেশে নির্ণায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়ছে তেমনি তৈরি হচ্ছে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যা। বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে রাজ্যের পরিবেশ ও জনসংখ্যাগত (Demographic) ভারসাম্য। এই সমস্যা মোকাবিলায় ভারত সরকার সীমান্তে বেড়া নির্মাণ সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে চলছে দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা। আশা করা যায় এর ফলে অচিরেই আসাম তথা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে।

সূচকশব্দঃ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ, আসাম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি।

ভুমিকা

আসাম উত্তর-পূর্ব ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজ্য। ৭৮৪৩৮ বর্গকিমি আয়তনযুক্ত এই রাজ্যের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য ২৭৪১ কিমি যার মধ্যে ৫২৭.৮ কিমি হল আন্তর্জাতিক (বাংলাদেশ ২৬২ কিমি, ভুটান ২৬৫.৮ কিমি)। আসাম-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত আসামের করিমগঞ্জ, কাছার, ধুবরি, এবং দক্ষিণ সালমারা মানকাছার জেলাকে বাংলাদেশের কুরিগ্রাম, সিলেট, মৌলবিবাজার জেলা থেকে আলাদা করেছে। এই সীমানার একটা অংশ (৯২ কিমি) আবার নদী-সীমানা। পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর–পূর্বের পর্বত সংকুল অরুনাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা আসামের সীমান্তবর্তী রাজ্য। ভৌগোলিকভাবে বিশেষ এই অবস্থানের জন্য আসাম অনুপ্রবেশের এক স্বর্গরাজ্য। বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য শরণার্থী প্রবেশ করেছে এই রাজ্যে। তবে, অনুপ্রবেশকারীদের সিংহভাগই বাংলাদেশী। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৬৪ সালের পূর্ব পাকিস্থান দাঙ্গা এবং ১৯৭১ সালের মুক্তি-যুদ্ধের সময় সেদেশ থেকে অত্যাচারিত কয়েক মিলিয়ন শরণার্থী আসামসহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নেয়। প্রকৃতপক্ষে এরাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের আনুষ্ঠানিক সুচনা হয় ১৯৩০ সালের পর, যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পরিকল্পনা হয়। সেদেশের অত্যাধিক জনঘনত্ব, দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বেকারত্ব, সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সীমান্তের স্বছিদ্রতা, সীমান্তে দালাল চক্রের রমরমা, ভারতীয় সুস্থির সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি, দুইপাড়ের মানুষের প্রায় একই চেহারা,

পোশাক, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি কারনে প্রতিদিন বহু সংখ্যায় বাংলাদেশী আসামে অনুপ্রবেশ করছে। এর ফলে একদিকে যেমন রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়ছে তেমনি তৈরি হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যা। বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে রাজ্যের পরিবেশ ও জনসংখ্যাগত (Demographic) ভারসাম্য। রাজ্যের কোন কোন জেলায় অনুপ্রবেশকারীর (পরিব্রাজনকারী সহ) সংখ্যা রাজ্যের প্রকৃত জনসংখ্যার থেকেও বেশী। বিপুলহারে বাংলাদেশী (মুলত মুসলিম) অনুপ্রবেশর কারনে বর্তমানে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে একটি মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে রচনাটির মুল উদ্দশ্য হল আসামে অনুপ্রবেশের প্রকৃতি, কারন এবং এর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আলোচনা। রচনাটি সম্পূর্ণ করার জন্য Census Reports of India (1901-2011), books, journals, সংবাদপত্র প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

আসামে অনুপ্রবেশের প্রকৃতি

Assam Accord, August- 1985 অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে আসামে (ভারতে) প্রবেশ করলে তাকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গণ্যকরা হয়। অনুপ্রবেশ বেআইনী হওয়ায় সরকারীভাবে এর সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, কোন অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন, সেখানকার জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, NGO সহ বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট, সীমান্তবর্তীরাজ্য বা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি থেকে সেই অঞ্চলে অনুপ্রবেশের একটা চিত্র পাওয়া যায়। আসামে অনুপ্রবেশের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এরাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার (৩.১২ কোটি, ২০১১) এক তৃতীয়াংশ (Dipanka Nath" 2020)। দক্ষিণ আসাম তথা সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। এই অঞ্চলে কোন কোন জেলায় বাংলাদেশীর সংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের ও বেশি (ডিব্রুগর ৫৭%, নগাঁও ৫৪%)। সীমান্তবর্তী ধুবরি, গোয়ালপাড়া, বড়পেটা, করিমগঞ্জ, মারিগাঁও, নগাঁও প্রভৃতি জেলার প্রকৃত বাসিন্দারা অনুপ্রবেশকারীদের চাপে অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে।

দেখা যাচ্ছে, ১৯৭১ থেকে ১৯৯১ সালে দক্ষিণের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মুসলিমদের জনসংখ্যা যেখানে (৫-৯)% হারে বৃদ্ধি ঘটেছে সেখানে হিন্দুর সংখ্যা কমেছে প্রায় (৫-১১)% হারে (Assam Population Census Data, 2011)। পরবর্তী দশকেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই চিত্র চোখে পড়ে। ১৯৭১ সালে আসামে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৪.৬% তা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.২২% এ দাড়ায়। অন্যদিকে ওই সময়ে হিন্দু জনসংখ্যা ৭২.৫% থেকে কমে হয় ৬১.৪৭%। রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম জনবৃদ্ধির এই অসম অনুপাত মুসলিম প্রধান বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ধারনাকেই জোরালো করে।

সীমান্তে অনুপ্রবেশের পদ্ধতি

আসাম-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত নদী, পুকুর, জঙ্গল, পাহাড়, কৃষিজমি এমনকি গ্রামের মধ্য

দিয়েও বিসতৃত। ফলে এখানকার কোন-কোন বসতবাড়িও দুদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোন কোন স্থানে সীমান্তের শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত দুদেশে কৃষিকাজ চলে। কোথাও

চিত্র- ১: আসামের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশীর সংখ্যা

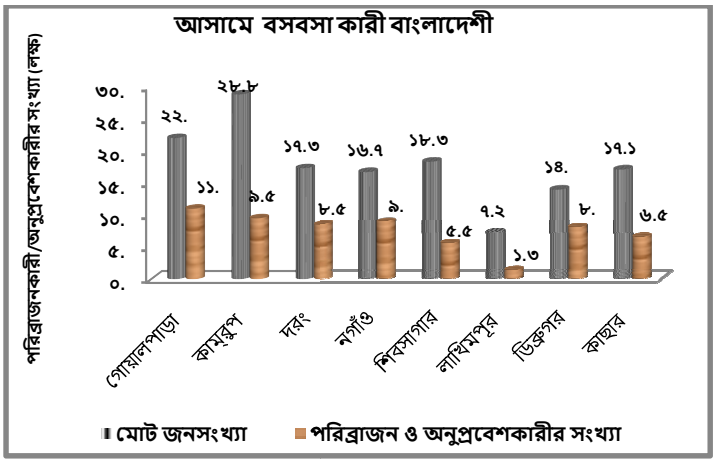

উৎসঃ Bhuyan 1977

চিত্র-২: আসামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি (১৯৭১-২০১১)

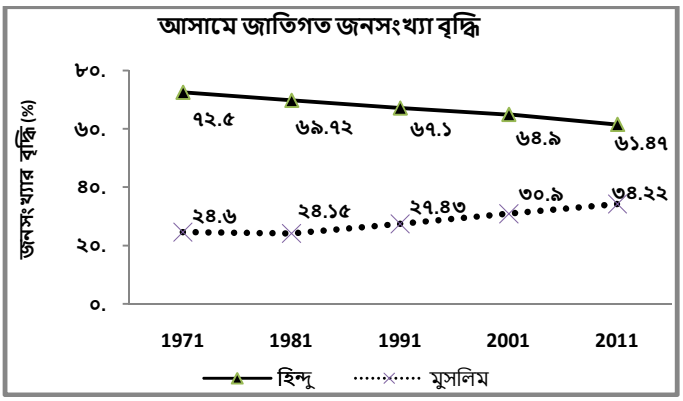

পিলার, কোথাও বেড়া, কোথাও নদী দ্বারা এই সীমানা নির্দিষ্ট। সীমান্তের কোন-কোন স্থান এখনও বেড়াহীন। এই ধরনের সীমান্তে অনুপ্রবেশে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ক) **গোপনে পারাপার:** আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তের বেড়াহীন অংশ দিয়ে বাংলাদেশীরা রাত্রের অন্ধকারে বা দিনের বেলায় সীমান্তরক্ষীবাহিনীদের অলক্ষে বা চাষের কোন কাজ করার আছিলায় ভারতে প্রবেশ করে। রাত্রে কখনও কখনও নৌকা করে বা সাঁতরেও কিছু মানুষ সীমান্ত পেরোয়। কাঁটাতারের ফাঁক গলেও বহু নারী-শিশু রাজ্যে প্রবেশ করে।

খ) **মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে অবস্থান:** আইনগত ভিসা নিয়ে বহু বাংলাদেশী বিভিন্ন কাজের জন্য ভারতে আসে কিন্তু ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও তাদের একটা অংশ আর নিজ দেশে ফেরে না। দেশের কোনস্থানে তারা আত্মগোপন করে থাকে। সময়মত রাজনৈতিক নেতা বা দালালদের মাধ্যমে পরিচয়পত্র জোগাড় করে তারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।

গ) **আত্মীয়তা:** সীমান্ত এলাকায় থাকা দালালরা অনেক সময় দুই দেশের ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। বিয়ের পর তারা তখন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। পরবর্তীতে ওই পাত্র-কন্যা বা আসামে বসবাসকারী পূর্বে আগত বাংলাদেশীরা তাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের অনুপ্রবেশ তথা আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে।

আসামে অনুপ্রবেশের কারন

১. দু-দেশের আর্থিক বৈষম্য: আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের প্রধান কারন দুই দেশের (ভারত-বাংলাদেশ) অর্থনৈতিক বৈষম্য। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং বর্ত্তমানে দ্রুত উন্নয়নশীল ও পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। জি. ডি. পি. বৃদ্ধিতে এই দেশ বর্ত্তমানে বিশ্বের প্রথম স্থানাধিকারী। ভারত তথা আসামের মানুষ-জমি অনুপাত বাংলাদেশের তুলনায় বেশি। এখানকার স্থিতিশীল অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি, কাজের সুযোগ এবং বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষের সহাবস্থান বিশ্বের মানুষকে আকর্ষণ করে।

তাই এই দেশ প্রতিবেশি দেশগুলির মানুষের কাছে পরিব্রাজন তথা অনুপ্রবেশের বড় একটা আকর্ষণ শক্তি। স্বভাবতই Neo classical macro-economic তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আসামে বে-আইনী পরিব্রাজন ঘটে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিপুল জনঘনত্ব (১১৩১/বর্গ কিমি যেখানে ভারতের ৪৫১/বর্গ কিমি), দুর্বল অর্থনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতিদাঙ্গা, সংখ্যালঘু বিদ্বেষ, আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব প্রভৃতি বিষয় অনুপ্রবেশের বিকর্ষণ শক্তি (Push factor) হিসাবে কাজ করে।

২. মানুষের দারিদ্রতা: সাম্প্রতিককালে কিছুটা উন্নতি হলেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এখনও পিছিয়ে পড়া একটি দেশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩% গরীব এবং ২০% মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে (Bangladesh Bureau of Statistics 2018)। কর্মক্ষম মানুষের একটা বড় অংশ এখানে সপ্তাহের সবদিন কাজ জোগাড় করতে পারে না এবং তাদের মজুরি ও বেশ কম। ২০১৯ সালের কৃষি Census অনুযায়ী বাংলাদেশের ৪০% শ্রমশক্তি কৃষিকাজে নিযুক্ত এবং দেশে ভুমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৪ মিলিয়ন। দেশের অধিকাংশ মানুষই (৬২%) গ্রামেবাস করে যাদের মাথাপিছু গড় আয় যথেষ্ট কম। জনসংখ্যার বড় একটা অংশ দিনমজুর, পশুপালন, কুটির শিল্প, ফেরি বা ছোটখাটো ব্যবসা, মৎস্যশিকার প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বহু মানুষ মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বহু দেশে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত আছে। বেকারত্ব, অশিক্ষা, অভাব, অপুষ্টি এবং অনুন্নয়ন এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। আসামে কাজের সুযোগ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশী যা অনুপ্রবেশকারীদের আকর্ষণ করে।

৩. সীমান্তের স্বচ্ছিদ্রতা: ২৬২ কিমি আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তের ২১০ কিমি অংশ বর্ত্তমানে বেড়াযুক্ত (MHA-2021) যার বহু স্থানে দু-পাড়ের মানুষ আবার গোপনে বাধাহীন যাতায়াতের পথ করে রেখেছে। এখানে দুটি সীমান্ত ফাঁড়ির (Border outpost) গড় দূরত্ব ৩.৫ কিমি। নদী (ব্রহ্মপুত্র) সীমান্তের ৯২ কিমি অংশ প্রায় বেড়াহীন। ধুবরি জেলার এই অংশে তেমন কোনও সীমান্ত-ফাঁড়িও নেই। গ্রীষ্ম বা শীতকালে যখন নদীতে জল কমে যায়, বিশাল এলাকা জুড়ে তখন গঠিত হয় চর ভুমি। সীমান্তের ওই সব অংশ তখন অনুপ্রবেশ তথা বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের আখরা হয়ে ওঠে। কোন কোন স্থানে সীমান্ত আবার গ্রাম এমনকি বাড়ীর মধ্য দিয়ে ও বিস্তৃত। করিমগঞ্জে সীমান্ত পাহাড় যুক্ত যেখান দিয়ে খুব সহজে বাংলাদেশীরা আসামে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

৪. রাজনৈতিক ও সামাজিক কারন: ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় যেমন- ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী সেখ মুজিব হত্যা, ১৯৭৫-৮১ এর জিয়াউর রহমানের সময়ে ধর্মীয় উত্তেজনা, ১৯৭৭ সালে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের উচ্ছেদ ও ১৯৮৮ সালে দেশকে মুসলিম রাষ্ট্রের ঘোষণা, ১৯৯০ এর ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, ১৯৯২ ও ২০০১ সালে সহিংস আন্দোলন এবং যথেচ্ছ সংখ্যালঘু (হিন্দু) নিধন বহু বাংলাদেশীকে ভারতে (আসামে) অনুপ্রবেশে অনুপ্রেরনা জুগিয়েছে (Pramanick 2007)। তাই সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুরা এদেশে যথেষ্ট অসুরক্ষিত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা বহু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ধর্মাচারন বা সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। বাক-স্বাধীনতা ও তাদের সংকুচিত। তাই তারা ভারতে অনুপ্রবেশে বাধ্য হয়।

৫. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** স্বাধীনতার পর দেশে বন্যা, মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যদ্রব্যের অসম বণ্টন ও মুল্য বৃদ্ধি, বিদেশী মুদ্রার অভাবে সময়ে আমদানীর সমস্যা প্রভৃতি কারনে বাংলাদেশে ১৯৭৪-৭৫ সালে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ হয়। ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এতে এক মিলিয়নের ও বেশী মানুষের মৃত্যু ঘটে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে ভারতে (আসামে) আশ্রয় নেয় (Pramanick 2007)। এছাড়াও, প্রতিবছর দেশের এক বিস্তীর্ণ অংশ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার কবলে পড়ে যাতে প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মারা যায় অসংখ্য। এর ফলে ও বহু মানুষ দেশান্তরী হয়।

আসামে অনুপ্রবেশের প্রভাব

আর্থ-সামাজিক প্রভাব: আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের প্রতক্ষ ফল হল এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সারনী থেকে দেখা যায় বিগত একশো বছরের বেশী সময় ধরে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বভারতীয় হারের তুলনায় যথেষ্ট বেশী যদিও সত্তরের দশকের পর থেকে তা খানিকটা কমতে শুরু করে। মাত্রাতিরিক্ত এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজ্যের জনসংখ্যা কাঠামোর ভারসাম্য নষ্ট করছে। যেভাবে দক্ষিণ আসামের মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে আসামের ওই অংশ জনসংখ্যাগত ভারসাম্য হারাবে। বর্ত্তমানে আসামের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশই মুসলিম।

বেশ কিছু জেলায় অসমীয়ারাই সংখ্যালঘু। তারা ভয় পাচ্ছে যে, বাংলাদেশীদের আগমনে হয়ত ভবিষ্যতে তাদের নিজস্ব পরিচিতি, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষাই হারিয়ে যাবে।

সারনী-১: সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জনসংখ্যার পরিবর্তন

জেলা	১৯৭১-১৯৯১		১৯৯১-২০০১	
	হিন্দু	মুসলিম	হিন্দু	মুসলিম
ধুবরি	-৬.০৭	+৬.০	-৪.০০	+৩.৮৪
গোয়ালপাড়া	-১১.০০	+৮.৬	-১.৬৮	+৩.৬১
বড়পেটা	-৯.৪০	+৭.৩	-১.০০	+৮.৯০
করিমগঞ্জ	-৪.৯০	+৫.০	-৫.৫০	+৩.১০
মারিগাঁও	-৪.৮৫	+৪.৯	-২.৩৪	+২.২৯
নগাঁও	-৭.৮৭	+৭.৩	-৩.৯৩	+৩.৯০

উৎসঃ Gohain, R. et al

আসামের অর্থনীতি সেখানকার চা, পেট্রোলিয়াম এবং কাঠ ও কাঠজাত বিভিন্ন উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল যদিও কৃষিকাজ এখানকার অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা। প্রথম দিকে বাংলাদেশীদের আগমনে এখানে কৃষিকাজের সুবিধা হলেও ব্যাপকহারে তাদের অনুপ্রবেশে স্থানীয় বেকার যুবক কাজ হারাচ্ছে। কমে যাছে তাদের মাথাপিছু ভূস্বামী (land holdings), আয় ও উৎপাদন, বাড়ছে বেকারত্ব। ১৯৭০-৭১ সালে আসামের মাথাপিছু আয় যখন ছিল ৭৪৩ টাকা তখন সারা দেশের মাথা পিছু আয় ছিল ৭৪২ টাকা কিন্তু ২০১০-১১ সালে এদের পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৩০৪১৩ ও ৫৪৫২৭ টাকা (Directorate of Economics and Statistics, Assam)। অধিক জনঘনত্ব, দারিদ্রতা, তপশিলি ও মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য প্রভৃতি কারনে অনুপ্রবেশের সাথে সাথে এখানে আন্তঃসীমান্ত বে-আইনী কার্যকলাপ যেমন নারী পাচার, চোরাচালান প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রভাব: বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা দেশে প্রবেশের পর আত্মীয়-পরিচিতির মাধ্যমে স্থানীয় কোন প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতায় রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম তুলে নেয়। এভাবে তারা ভোটার আইডেনটিটি কার্ড এবং দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে আসামের প্রধান যে বিরোধী রাজনৈতিক দল (AIUDF) সেটা মুলত বাঙালী মুসলিম প্রধান পার্টি। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতের বহু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানায়। তারা তাদেরকে ভোটব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করে কারন সীমান্তবর্তী বহু আসনে ভোটে জেতার ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীরা নির্ণায়ক ভুমিকা পালন করে (Jai Bihar-2009) ।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সাথে সেখানকার আদিবাসীদের মাঝে মাঝেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালের আসাম আন্দোলন বা ১৯৮৩ সালে স্থানীয় আদিবাসী কর্তৃক Nellie গ্রামে ১৭০০

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলিম হত্যা বা ২০১২ সালে বোরো ও মুসলিম সংঘর্ষ দেশজুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল (Mander, 2012)।

পরিবেশগত প্রভাব: আসামে ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ তথা জনসংখ্যার চাপ সেখানকার ভুমি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানী ইত্যাদির উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। জলাভুমি, চরভুমি, চারনভুমি,বনভুমি, রাস্তা ও রেল লাইনের দুপাশে তৈরি হচ্ছে বাসস্থান। ক্রমশ কমে যাচ্ছে অরন্য, খাসজমি ও জলাভুমির পরিমাণ। প্রান্তিক বনভুমি ধ্বংস করে অনুপ্রবেশকারীরা কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করছে। বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান যেমন কাজিরাঙ্গা (৭৭৯০ হেক্টর), নামেরি (২১০০ হেক্টর), মানস (১৭০০ হেক্টর), রাজীব গান্ধী, ওরাং (৮০০ হেক্টর) প্রভৃতির সীমান্তবর্তী এলাকা ক্রমশ বেদখল হয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিক বনভুমি পশুচারনের ফলে নষ্ট হচ্ছে। ১৯৫১-৫২ সালে আসামে যেখানে বনভুমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৯% ২০১৫-১৬ সালে তা কমে বর্ত্তমানে ৩০% এ দাঁড়িয়েছে (Das & Talukdar, 2016)। এর ফলে প্রভাবিত হচ্ছে সেখানকার প্রকৃতি তথা বাস্তুতন্ত্র এবং কমে যাচ্ছে জীববৈচিত্র।

উপসংহার ও অনুপ্রবেশ রোধের উপায়

আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ একটি ঐতিহাসিক বিষয়। বেআইনী এই পরিব্রাজন রোধে ভারত সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আসাম সহ দেশের যে কোন স্থানে অবৈধভাবে থাকা বিদেশীদের চিহ্নিত ও বিতাড়নের জন্য বিভিন্ন আইন যেমন Illegal Migrants Act1983, the Foreigners Act-1946, the Passport (Entry into India) Act, and the Registration of Foreigners Act, The Prevention of Infiltration from Pakistan (PIP) Act-1964, Assam Accord-1985 প্রভৃতি প্রণয়ন করেছেন। আসাম-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের বেশিরভাগ অংশে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। ভারত সরকার রাজ্যে NRC চালু করার পরিকল্পনা ও করেছেন। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখার্জি ৯ জুন ২০১৪ পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে Joint Parliamentary Session এবলেছিলেন *The issue of infiltration and illegal immigrants in the Northeast region will be tackled on priority and all pending fencing work along the Northeast border will be completed.*

তবে আন্তঃসীমান্ত অনুপ্রবেশ বন্ধে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর জন্য BSF ও চেকপোস্টের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। সঙ্গে দরকার আধুনিক পরিকাঠামো, অরক্ষিত সীমান্তে সম্পূর্ণ বেড়ানির্মাণ, বিশেষ-বিশেষ স্থানে ক্যামেরা ও রাত্রে আলোর ব্যবস্থাসহ আরও নজরদারি। রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে অনুপ্রবেশকে জাতীয় ইস্যু হিসাবে ভাবতে হবে। সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করে অনুপ্রবেশকারীদের নিজ দেশে ফেরানোর জন্য উভয় দেশের সরকারকে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। আসামে প্রত্যেকে বাসিন্দার জমি-বাড়ির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণপত্র (পর্চা) থাকতে হবে। জমি কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ক্রেতার বিগত ২৫ বছরের ঠিকানা, জন্ম শংসাপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি দেখতে হবে। এতে খুব সহজে নতুন ও পুরনো বাসিন্দা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Assam Population Census Data 2011. (2011). Retrieved from https://www.census2011.co.in/census/ state/assam.html
2. Bangladesh Bureau of Statistics, 2018, Statistics Division, Ministry of Planning, Government of peoples republic of Bangladesh
3. Bhuyan, M C., 1977, Immigrant Population of Assam-An Analytical-Synthetic Study with a Special Treatment of DarrangDistrict, Unpublished PhD Thesis Gauhati University Assam, India.
4. Das, J., & Talukdar, D. (2016).Socio-economic and political consequence of illegal migration into Assam from Bangladesh.Journal of Tourism & Hospitality, 5(2).
5. Dipanka Nath "1 Crore Illegal Bangladeshis Residing In Assam: ". *Pratidin Time*. 17 January 2020. Retrieved 30 January 2021
6. Directorate of Econmics and Statistics, Economic Survey of Assam, 2010-2011, government of Assam, Assam.
7. Gohain, R., Handique, P., & Borpuzari, A. (2013). Post-1971 illegal immigration from Bangladesh: A demographic changed scenario of Assam. International Journal of Scientific and Research Publications. 3(3), 3
8. Jai Bihar, 2009, Pakistan-Bangladesh Plan a Mughalistan to split India, viewed on February 24, 2010 at httpp://jaibihar/Pakistan-bangladesh-plan-a-mughlistan-to-split-india/2246
9. Mander, H. (2012, August).Assam‟s tragedy.The Hindu. Retrieved from http://www.thehindu.com/opinion/columns/Harsh_Mander/assa ms-tragedy/article3820732.ece
10. MHA, 2021, GOI, RAJYA SABHA Unstarred Question NO. 2437, TO BE Answered on the 17th March, 2021.
11. Pramanick B., 2007, Indo-Bangladesh Border Scenario and our National Security, Dialogue, july-September, Vol. 9, No. 1, Article No 8.